বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নিউজলেটার

Bangladesh Urban Forum Newsletter

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক | সংখ্যা ১, বর্ষ ৪, জানুয়ারী ২০১৫ • পৌষ ১৪২১

Framing a shared urban vision for Bangladesh

BANGLADESH URBAN FORUM

২য় বাংলাদেশ আরবান ফোরাম আয়োজনের বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

www.bufbd.org
facebook.com/ BangladeshUrbanForum
E-mail : bufsecretariat@bufbd.org

সূচিপত্র

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নিউজলেটার
সংখ্যা ১, বর্ষ ৪, জানুয়ারী ২০১৫। পৌষ ১৪২১

১ ফোরাম সচিবালয় থেকে

২ ঢাকা বিশ্বের ১১তম জনবহুল শহর
সরকারের অ্যাপস
সচিবদের তথ্য আদান-প্রদান ফেসবুক গ্রুপ
ক্যাবের পর্যবেক্ষণে দ্রব্যমূল্য ও জীবন যাত্রার ব্যয় ২০১৪
বাসা ভাড়া সবচেয়ে বেশীবৃদ্ধি পেয়েছে বস্তি এলাকায়
পরিচ্ছন্নতা অভিযান
পরিবেশবিধ্বংসী গাছ 'বিসর্জন'
জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বাগেরহাটে কর্মশালা
গ্রিণহাউস গ্যাসের রেকর্ড বৃদ্ধি

৩ পথচারীদের পাশে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
নদী দখল দূষণ রোধে ভ্রাম্যমাণ আদালত
বরিশাল সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে বিবির পুকুর এলাকায় ওয়াইফাই সুবিধা
জলাবদ্ধতা নিরসনে নদর্মা পরিষ্কার কর্মসূচি

৪ খুলনা নগরীর ছিন্নমূল মানুষ, টয়লেট বন্ধ করে দোকান নির্মাণ
বাংলাদেশের দারিদ্র মানচিত্র প্রকাশ

৫ জরিমানা, কারখানাকে জরিমানা, ২৫ লাখ টাকা জরিমানা
পলিথিন জব্দ, লাখ টাকা জরিমানা, চারটি কারখানাকে ৮০ লাখ টাকা জরিমানা, ধূমপানমুক্ত নগর ভবন

৬ ঝিনাইদহ পৌরসভা : মুঠোফোনে পৌর কর, পানির বিল পরিশোধ
টেকসই উন্নয়ন এবং ২০১৫ পরবর্তী কর্মকাঠামো : কুইয়া থেকে নিউইয়র্ক
জলবায়ু পরিবর্তনে অসময়ে বন্যা, কুয়াশা ও খরা, সেরা জেলা নড়াইল, সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ, দামুড়হুদায় পরিবেশ ও ওয়াটসান মেলা

৭ করণীয় নিয়ে গবেষণাভিত্তিক সম্মেলন শুরু
সিলেটে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র' স্থাপনের উদ্যোগ
পরিকল্পনা প্রণয়নে দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ
শিল্প, বাণিজ্যিক ও আবাসিক এলাকা হচ্ছে তেজগাঁও

৮ ছবির সংবাদ, ফেসবুক কর্নার

ফোরাম সচিবালয় থেকে

বাংলাদেশ আরবান ফোরামের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভ নববর্ষ । বাংলাদেশ আরবান ফোরাম কাংখিত লক্ষ্য অর্জনের পথে আরো ১টি বছর অতিক্রম করলো এবং বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সংক্ষেপে সবার জন্য তুলে ধরা হল;

● **বাংলাদেশ আরবান ফোরামের বিজনেস প্ল্যান প্রণয়ণ :** বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনায় ৭ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যমে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় বাংলাদেশ আরবান ফোরামের বিজনেস প্ল্যান প্রনয়ণ করে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে অংলাদেশ আরবান ফোরাম আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ার মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ণ ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করে। প্রস্তাবিত বিজনেস প্ল্যান বাংলাদেশ আরবান ফোরাম পারিচালনার ক্ষেত্রে মূখ্য দিক নির্দেশনামূলক দলিল হিসেবে কাজ করবে যার মাধ্যমে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের সুশাসন, ব্যবস্থাপনা, তহবিল এবং অন্যান্য কার্যক্রমের বিষয় অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।

● **বাংলাদেশ আরবান ফোরাম থিমেটিক ক্লাষ্টার গঠন:** শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহনে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রতিনিধি মহোদয়ের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের ৮ টি ক্লাস্টার, চেয়ার ও কো-চেয়ার (২ টি সংগঠন) এবং ক্লাস্টার চেয়ার সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে কোর গ্রুপ গঠন করা হয়।

● **বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় স্থানান্তরিত:** বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় ৬২ আগারগাওস্থ এলজিইডি ঢাকা অফিস এর ১০ম তলায় স্থানান্তরিত হয়েছে। সচিবালয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অফিস সেটআপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, কনফারেন্স টেবিলসহ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আরবান ফোরাম সচিবালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। ইউএনডিপি এ প্রক্রিয়ায় ২০১১ সাল থেকে অব্যাহতভাবে সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

● **বাংলাদেশের নগরায়ণ নীতিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সহযোগিতা :** নগরায়ণ নীতিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আরবান ফোরাম সচিবালয় সর্বতোভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে কাজ করেছে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে খসড়া নীতিমালার উপর স্বার্থ সংশ্লিস্ট সবার মতামত গ্রহনকার্যে সহায়তা প্রদান করেছে। এ কাজে আরবান ফোরাম থিমেটিক ক্লাস্টার, উন্মুক্ত আলোচনা, ই-মেইল প্রভৃতি মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত সংগ্রহ করা হয় এবং সেগুলো যাচাই বাছাই করে সার-সংক্ষেপ আকারে মন্ত্রণালয়কে প্রদান করা হয়।

● **ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরাম ৬ এবং ৭ এর অভিজ্ঞতা বিনিময় :** ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরাম ৬ এবং ৭ যা যথাক্রমে ২০১২ সালে ইটালি এবং ২০১৪ সালে কলম্বিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। উভয় ফোরামে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি দল অংশগ্রহন করে এবং বাংলাদেশ আরবান ফোরাম অংশগ্রহনকারীদের জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ।

● **বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নিউজলেটার প্রকাশ :** নগরায়ণ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিয়ে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক হিসেবে নিউজলেটার প্রকাশ করে যাচ্ছে। ৪ রঙের বর্ণিল কাগজে ৮ পৃষ্ঠার এ নিউজলেটারটি ডাকযোগে পাঠানোর পাশাপাশি ইলেকট্রনিক ভার্সন পিডিএফ আকাওে আগ্রহী সবার কাছে পাঠানো হয়ে থাকে এবং আরবান ফোরামের ওয়েবসাইট (http://bufbd.org/) থেকেও সংগ্রহ করা যায়।

● **বাংলাদেশ আরবান ফোরাম ওয়েবসাইট নতুন কলেবরে প্রকাশ :** শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহনে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের ৮ টি ক্লাস্টার এবং কোর গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ এবং আাদান-প্রদানের গুরুত্ব বেড়ে যায় । তাই, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ওয়েবসাইটটি আরো নান্দনিক, তথ্যবহুল এবং নগরায়ণ বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সাইট হিসেবে রূপান্তর করার কাজ চলমান রয়েছে। এর পাশাপাশি, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট (ফেসবুক পেজ এবং টুইটার অ্যাকাউন্ট এর মাধ্যমে) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নিয়মিতভাবে নগরায়ণ সর্ম্পকিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সরবরাহ করছে।

● **বাংলাদেশ আরবান ফোরামের ২য় সম্মেলন এর প্রস্তুতি :** ২য় বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সম্মেলন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় অংশগ্রহণ মূলক প্রক্রিয়ায় সকল ক্লাস্টার সংগঠন এবং কোর গ্রুপ এর মতামত ও ১ম সম্মেলন এর অভিজ্ঞতার আলোকে একটি খসড়া ধারণাপত্র তৈরী করেছে। এই ধারনাপত্রে ২য় বাংলাদেশ আরবান ফোরাম অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিকল্পনা, প্রতিপাদ্য এবং নীতিমালাসহ বিস্তারিত কর্মসূচী সমূহের খসড়া উপস্থাপনা করা হয়েছে।

সবার জন্য কার্যকর নগর ও শহর গড়ার প্রত্যয়ে বিগত সময়ের মত সবার মতামত, পরামর্শ এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম আরো কার্যকর রূপ লাভ করবেএবং উন্নত ও পরিকল্পিত নগরায়ণ বাংলাদেশে নিশ্চিত হবে এই প্রত্যাশা রেখে সবাইকে আবারো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ।

2nd Bangladesh Urban Forum

Watch out for date
Bangabandhu International Conference Center, Dhaka

Framing a shared urban vision for Bangladesh

নিউজলেটারটি অনলাইনে পড়তে QR Code টি স্ক্যান করুন।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় এর পূর্বাঞ্চল কার্যালয়
৬২ পশ্চিম আগারগাও, ঢাকা-১২০৭,
আগারগাওস্থ এলজিইডি ঢাকা জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় ভবনের ১০ তলায় স্থানান্তরিত হয়েছে।
সবাইকে নতুন অফিসের ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্বের ১১তম জনবহুল শহর

জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহরের তালিকায় ১১তম স্থানটি দখল করেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। তালিকায় প্রথম হিসেবে উঠে এসেছে জাপানের রাজধানী টোকিও। এর পরই রয়েছে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির নাম। তৃতীয় স্থানটি দখল করেছে চীনের সাংহাই। প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছর সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ বসবাস করে শহরে। ১৯৫০ সালে এর হার ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ। ভবিষ্যতে শহরমুখী মানুষের এই ঢল আরও বাড়বে। ২০৫০ সালে তা হবে অন্তত ৬৬ শতাংশ। তত দিনে আরও অনেক শহর, মেগাশহর গড়ে উঠবে। বর্তমান শহরগুলো উন্নয়ন ঘটাতে হবে। অতিরিক্ত মানুষের বসবাসের উপযোগী রাখতে শহর উন্নয়নে যুগোপযোগী উদ্যোগ নিতে হবে। টোকিওতে বর্তমানে অন্তত তিন কোটি ৮০ লাখ মানুষ বসবাস করে। ১৯৯০ সালে শহরটিতে ছিল তিন কোটি ২৫ লাখ ৩০ হাজার বাসিন্দা। নয়াদিল্লিতে বর্তমানে থাকে অন্তত আড়াই কোটি মানুষ। ১৯৯০ সালে এ সংখ্যা ছিল ৯৭ লাখ ২৬ হাজার। সাংহাইয়ের বর্তমান লোকসংখ্যা দুই কোটি ৩০ লাখ। তালিকার চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে মেক্সিকো সিটি, সাও পাওলো ও মুম্বাই। এ তিনটি শহরের প্রতিটির লোকসংখ্যা প্রায় দুই কোটি ১০ লাখ। প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকায় বর্তমানে প্রায় এক কোটি ৬৯ লাখ ৮২ হাজার লোকের বসবাস। ১৯৯০ সালে এ সংখ্যা ছিল ৬৬ লাখ ২১ হাজার মানুষ। সবচেয়ে বেশি নগরায়ণ হয়েছে উত্তর আমেরিকায় (৮২ শতাংশ মানুষ শহরে থাকে)। এরপর রয়েছে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ (৮০ শতাংশ)। সেই তুলনায় আফ্রিকা ও এশিয়া (যথাক্রমে ৪০ ও ৪৮ শতাংশ) প্রত্যন্ত এলাকা রয়ে গেছে। তবে ২০৫০ সালের মধ্যে এশিয়ায় বেশির ভাগ মেগাসিটি গড়ে উঠবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। *সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ১২, ২০১৪।*

সরকারের অ্যাপস

সরকারের সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জন্য ৩০০ অ্যাপস তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। এ অ্যাপস তৈরি করবে এথিকস অ্যাডভান্সড টেকনোলজি লিমিটেড (ইএটিএল) নামের একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলা ভাষায় অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক ৫০০ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য মন্ত্রণালয় ইতি মধ্যে ইএটিএলের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে। এ কর্মসূচীর আওতায় দেশের সাতটি বিভাগের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০০ শিক্ষার্থীকে মোবাইল অ্যাপস উন্নয়নের ওপর তিন মাসের প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ০৩, ২০১৪।

সচিবদের তথ্য আদান-প্রদান ফেসবুক গ্রুপ

ফেসবুকে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সচিবদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য শুধু সচিবদের জন্য ফেসবুকে একটি গ্রুপ খোলা হয়েছে। আজ বুধবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সচিব সভা থেকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা। সভা শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ইশতিয়াক আহমেদ এ তথ্য জানান। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রশাসনের সব কর্মকর্তার ফেসবুকে অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে প্রশাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য আদান প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১০, ২০১৪।

পরিচ্ছন্নতা অভিযান

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলা পরিষদ ও বাজার কমিটির উদ্যোগে গতকাল সোমবার উপজেলা পরিষদের সামনে থেকে বাজারসংলগ্ন বেইলি সেতু পর্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী ওয়াহিদ, ভাইস চেয়ারম্যান রাহাত খান রুবেল, বাজার কমিটির সভাপতি বেলায়েত হোসেনসহ স্থানীয় সচেতন লোকজন ঝাড়ু হাতে এই অভিযানে অংশ নেন। এখন থেকে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলবে বলে বাজার কমিটির সভাপতি বেলায়েত হোসেন জানিয়েছেন। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ০২, ২০১৪।

পরিবেশবিধ্বংসী গাছ 'বিসর্জন'

'বৃক্ষ ভিক্ষা' করে সংগ্রহ করা হয় এক হাজার গাছ। এগুলো থেকে বেছে বের করা হয় তিনটি বিদেশি গাছ ইউকেলিপটাস। গাছটি অন্যান্য গাছ এবং সবুজ পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকর এ বিবেচনায় গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সুরমা নদীতে পরিবেশবিধ্বংসী গাছ 'বিসর্জন' দিয়ে প্রায় সপ্তাহব্যাপী চলা কর্মসূচীর সমাপ্তি টানা হয়। সিলেট নগরের সুরমা নদী তীরের কিনব্রিজ এলাকায় বিভাগীয় বৃক্ষমেলা থেকে স্থানীয় পরিবেশবাদী সংগঠন 'ভূমিসন্তান বাংলাদেশ' 'বৃক্ষ ভিক্ষা' করে গাছ সংগ্রহ করে। যারা জীবনেও গাছ লাগায়নি, তাদের কাছ থেকে গাছ 'ভিক্ষা করে সংগ্রহ করা এবং পরে সেগুলো সিলেটের জলার বন রাতারগুলে রোপণ করা এ ধরনের প্রচারণা নিয়ে বৃক্ষ ভিক্ষা কর্মসূচীতে নামের ভূমিসন্তান বাংলাদেশের সদস্যরা। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৪।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বাগেরহাটে কর্মশালা

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) ব্যবহার করে নিজ নিজ গ্রামের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপাত্ত (ডেটা) ও তথ্য বিশ্লেষণ নিয়ে বাগেরহটে তিন দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার আয়োজক আমাদের গ্রাম উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্প। রোববার সকালে স্থানীয় গণবিদ্যালয় মিলনায়তনে কর্মশালার উদ্বোধন করেন আমাদের গ্রামের পরিচালনা পরিষদের সদস্য শেখ জলিল। স্বাগত বক্তব্য দেন আমাদের গ্রামের পরিচালক রেজা সেলিম। কর্মশালায় প্রকল্পের আওতাভুক্ত পাঁচটি জেলার (বাগেরহাট, খুলনা, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর ও চট্টগ্রাম) মোট ৪১ জন কর্মী অংশ নিচ্ছেন। আমাদের গ্রামের তৈরি নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে পাঁচটি গ্রামের জিপিএস (গোবাল পজিশনিং সিস্টেম) অবস্থানসহ জনমিতিক, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, দূষণ, সার্বিক প্রতিবেশ ও প্রতিবেশ কাঠামোর রূপান্তর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে ডেটাবেস গড়ে তোলা হয়েছে। এসব তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে স্থানীয় যুব সম্প্রদায় নেতৃত্ব দিয়ে মানুষের কল্যাণে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, কর্মশালায় তার পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। কর্মশালা পরিচালনা করেছেন আমাদের গ্রাম প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ মাহেরীন আহমেদ। *সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বও ১৬, ২০১৪*

গ্রিণহাউস গ্যাসের রেকর্ড বৃদ্ধি

বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী গ্রিণহাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধির ক্ষেত্র গত বছর নতুন রেকর্ড হয়েছে। ২০১২ ও ২০১৩ সালে বায়ুমন্ডলে এই গ্যাসটির নির্গমন হয়েছে। ১৯৮৪ সালের পর সবচেয়ে দ্রুত হারে। প্রকাশিত জাতিসংঘের অধীন সংস্থা বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (ডব্লিউএমও) বার্ষিক প্রতিবেদনে এ কথ্য দেওয়া হয়েছে। গ্রিণহাউস গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধির এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বৈশ্বিক জলবায়ু চুক্তি সম্পাদন জরুরি বলে মনে করছে ডব্লিউএমও। ডব্লিউ এমওর মহাসচিব মাইকেল জারড বলছেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনহ্রাস তো দূরের কথা, গত বছর প্রায় ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুমত হারে বায়ুমন্ডলে এই গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে বায়ুমন্ডল ও মহাসাগরে বিভিন্ন পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাই সমস্যা সমাধানে জরুরি ও সূচিন্তিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। ২০১৩ সালে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের গড় পরিমাণ ৩৯৬ পার্টস পার মিলিয়নে (পিপিএম) পৌছায়। ২০১২ সালের তুলনায় গ্যাসটির গড় পরিমাণ প্রায় ৩ পিপিএম বৃদ্ধি পায়। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের আহ্বানে বিশ্বের রাজনৈতিক নেতারা চলতি মাসের ২৩ তারিখে নিউইয়র্কে এক বিশেষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। এতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় একটি দীর্ঘস্থায়ী সমঝোতার লক্ষ্যে নতুন আলোচনা শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১০, ২০১৪।

ক্যাবের পর্যবেক্ষণে দ্রব্যমূল্য ও জীবন যাত্রার ব্যয় ২০১৪ঃ বাসা ভাড়া সবচেয়ে বেশীবৃদ্ধি পেয়েছে বস্তি এলাকায়

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর সংগৃহীত ঢাকা শহরের ১৫টি বাজার ও বিভিন্ন সেবা-সার্ভিসের এর মধ্য থেকে ১১৪টি খাদ্য পণ্য, ২২টি নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী এবং ১৪টি সেবা সার্ভিসের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সদ্য সমাপ্ত ২০১৪ সালেপণ্য মূল্য ও সেবা সার্ভিসের মূল্য বেড়েছে ৬ দশমিক ৩১ শতাংশ ও জীবন যাত্রার ব্যয় বেড়েছে ৬ দশমিক ৮২ শতাংশ। ভোক্তার ঝুলিতে (Consumer Basket) যেসব পণ্য ও সেবা রয়েছে সেসব পণ্য বা সেবা পরিবারের মোট ব্যয়ের সাথে তুলনা করে পণ্য বা সেবার ওজন (Weight)-এর ভিত্তিতে জীবন যাত্রা ব্যয়ের এই হিসাব করা হয়েছে। এই হিসাব শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রকৃত যাতায়াত ব্যয় বর্হিভূত।

২০১৪ সালে ঢাকা শহরে বাসা ভাড়া বেড়েছে গড়ে ৯ দশমিক ৭৬ শতাংশ। বাসা ভাড়া সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে বস্তি এলাকায় ১৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ। ফ্ল্যাট বাসায় ১২ দশমিক ৮২ শতাংশ। নিয়মনীতি ও বিদ্যমান আইন কানুনকে বাড়িওয়ালারা সচরাচর তোয়াক্কা করেন না। প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে বাসা ভাড়া। এর সাথে বাড়ছে স্বল্প ও নিম্ন আয়ের অসহায় ভোক্তাদের নাভিশ্বাসও। সিএনজি অটোরিক্সা চালকেরা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ায় যাত্রিবহন করতে চায় না। একই দুরত্বের জন্য ইচ্ছেমতো একেক যাত্রির কাছ থেকে একেক ভাড়া দাবি করে থাকেন। এই সেক্টরে বরাবরের মতো বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করেছে। উল্লিখিত বিষয় সমূহে ক্যাব সুপারিশ করেছে বর্তমান গণপরিবহন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর এবং পরিবহন সহজলভ্য করতে আইনের প্রয়োগও যৌক্তিক ভাড়া নির্ধারণের ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে করতে হবে । শহর ও নগরে বসবাসকারি নাগরিকদের জীবন মান রক্ষায় বিদ্যমান বাড়ি ভাড়া আইন ১৯৯১ অনতিবিলম্বে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে জন স্বার্থে তা কার্যকর করা। একই সঙ্গে সহজ শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ দিয়ে নগরে বসবাসরত নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের জন্য ফ্ল্যাট তৈরি করা ও বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।

পথবাসীদের পাশে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

পথবাসী শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন প্রতিবছর পথবাসী শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য এককালীন শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। গত ৩১ মে, ২০১৪ তারিখে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জনাব মোঃ আনছার আলী খানের সভাপতিত্বে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনের ব্যাংক ফ্লোরে 'আমরাও মানুষ' প্রকল্পের পথবাসী ৩৭৮ জন শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে শিশুদের মাঝে এককালীন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করাসহ এক বর্নাঢ্য মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সিনিয়র সচিব, জনাব মনজুর হোসেন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক, জনাব মোঃ আলমগীর এবং কনসার্ন ওর্য়াল্ডওয়াইড, বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর, এ.কে.এম. মূসা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানগন, বিভিন্ন আঞ্চলিক কর্মকর্তাবৃন্দ, সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ পথবাসী শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগন অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রধান অতিথি জনাব মনজুর হোসেন বেলুন উড়ানোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

প্রধান অতিথি জনাব মনজুর হোসেন তার বক্তব্যে বলেন যে, "পথবাসীরা দেশের সকল নাগরিকের মতই রাষ্ট্রীয় সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। তা সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন পরিস্থিতির শিকার হয়ে রাস্তা-ঘাটে, বাস স্ট্যান্ড এবং শহরের ফুটপাতে মানবেতর জীবন-যাপন করে। দেশের মোট জনগণের কিছু অংশকে বাদ দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি পথবাসীদের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে আশ্বাস প্রদান করেন "উক্ত সুবিধা বঞ্চিত পথবাসী ও তাদের ছেলে-মেয়েদের সার্বিক উন্নয়ন এবং শিক্ষার জন্য সরকারি নীতি-মালার মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করার ব্যাপারে যথাসাধ্য কাজ করবেন"।

প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সিনিয়র সচিব, জনাব মনজুর হোসেন পথবাসী শিশুশিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তি তুলে দিচ্ছেন। পাশে (ডানে) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক, জনাব মোঃ আলমগীর এবং কনসার্ন ওর্য়াল্ডওয়াইড, বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর, এ,কে,এম, মূসা এবং (বামে) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনছার আলী খান ও প্রধান বস্তি উন্নয়ন কর্মকতা জনাব, মোঃ মফিজুল ইসলাম।

শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের পর পথবাসী শিশুদের অংশগ্রহনে এক বর্নাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পথবাসী শিশুদের প্রতিনিধি তার বক্তব্যে প্রকল্পটির ভবিষ্যত নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে তাদের পাশে থাকার আহ্বান জানায়। এছাড়া সুবিধাবঞ্চিত এই পথবাসী শিশুরা কবিতা আবৃত্তি, ছড়া, জারী গান, সঙ্গীত, নৃত্য ও এক চমকপ্রদ নাটিকা উপস্থাপন করে যা অতিথিদের মুগ্ধ করে। পথবাসী শিশুরা এ ধরনের অনুষ্ঠানে নিজেদের উপস্থাপন করতে পেরে এক অনাবিল আনন্দ ও উচ্ছাসে হারিয়ে যায় যা এই প্রকল্পের মধ্য দিয়েই যেন তাদের এক রকমের বিজয় অর্জন। নিঃসন্দেহে পথবাসী শিশুশিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান "আমরাও মানুষ" প্রকল্পের একটি বিশাল ও অনন্য সার্থকতা।

সৈয়দা রেজীনা আক্তার, গোবাল অফিসার, আমরাও মানুষ প্রজেক্ট, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

নদী দখল দূষণ রোধে ভ্রাম্যমাণ আদালত

রাজধানীর আশপাশের নদী দখল ও দূষণমুক্ত করতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স। সচিবালয়ে নদীর নাব্যতা ও স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে পুনঃগঠিত টাস্কফোর্সের দ্বিতীয় সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। সভা শেষে নৌমন্ত্রী শাজাহান খান সাংবাদিকদের বলেন, নদী দখল ও দূষণমুক্ত রাখতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত আছে। এখন থেকে এই অভিযানের সঙ্গে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হবে।

আইন অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে যেন আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারি এজন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। যতই প্রভাবশালী লোক হোক না কেন প্রভাবমুক্ত থেকেই নদীগুলোকে দখলমুক্ত করা হবে। আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলে নদীর দখল ও দূষণমুক্ত করতে ভ্রাম্যমান আদালতের তালিকা চূড়ান্ত করা হবে বলেও জানান টাস্কফোর্সের প্রধান নৌমন্ত্রী।

ঢাকার আশেপাশের নদীগুলোর অধিকাংশ সীমানা পিলারই ঠিক আছে জানিয়ে নৌমন্ত্রী বলেন, যেসব অভিযোগ আছে তা নিরসনে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নদীর দখল ও দূষণ রোধে জনগণকে সচেতন করতে সাংসদ সানজিদা বেগমকে প্রধান করে একটি কমিটি করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আরো একটি কমিটি গঠনের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান শাজাহান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীগুলোর বর্তমান অবস্থা জানাতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের চিঠি দেয়া হবে। তাদের জবাব পেলে এ বিষয়ে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া হবে। ভূমি মন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ, পানিসম্পদ মন্ত্রী আনিছুল ইসলাম মাহমুদসহ টাস্কফোর্সের অন্য কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিডি নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম।

বরিশাল সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে বিবির পুকুর এলাকায় ওয়াইফাই সুবিধা

বরিশাল শহরের বিবির পুকুর এলাকায় ওয়াইফাই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মুক্ত ইন্টারনেট সুবিধা পাবেন সাধারণ নাগরিকেরা। বিবির পুকুর এলাকার পাবলিক স্কয়ারসহ আশপাশে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। আনুষ্ঠানিকভাবে বিবির পুকুরের দক্ষিণ পাশে পাবলিক স্কয়ারে ওয়াইফাই সুবিধার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সিটি করপোরেশনের মেয়র আহ্সান হাবিব কামাল। এর আগে সিটি করপোরেশনের নগর ভবন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রজমোহন কলেজ পাঠাগারে ওয়াইফাই সুবিধা দেওয়া হয়। তবে এসব স্থানে সাধারণ নাগরিকেরা সুবিধা পাননি। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লোকজন নির্দিষ্ট গোপন নম্বরের (পাসওয়ার্ড) মাধ্যমে সুবিধা পেয়ে আসছেন। সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর মো. জাকির হোসেন জানান, বরিশালের বিবির পুকুর এলাকায় সাধারণ নাগরিকেরা কোনো রকম গোপন নম্বর ছাড়াই ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা পাবেন। এতে কোনো খরচ লাগবে না।

জলাবদ্ধতা নিরসনে নর্দমা পরিস্কার কর্মসূচি

বাড়ির সামনে ময়লা দেখলেই দরজায় টোকা দেবে পুলিশ

যে বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানের সামনে ময়লা দেখা যাবে, সেই বাড়ির দরজায় টোকা দেবে পুলিশ। চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ কমিশনার আবদুল জলিল মন্ডল এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেছেন। চট্টগ্রাম নগরের জলাবদ্ধতা নিরসনে পুলিশের উদ্যোগে নালা-নর্দমা পরিস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে নিজ কার্যালয়ে ওই সংবাদ সম্মেলন করেন পুলিশ কমিশনার। পরে সন্ধ্যায় জামালখান এলাকায় কমিশনারের নেতৃত্বে নালা পরিস্কারের কাজ শুরু হয়। সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ কমিশনার বলেন, সবাই সহযোগিতা করলে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নর্দমা পরিস্কারের কাজ শেষ করা সম্ভব হবে। মার্চে বৃষ্টি হলে সব ধুয়ে মুছে সহজেই নর্দমা দিয়ে সরে যাবে। নগরে জলাবদ্ধতা থাকবে না। পুলিশ কমিশনার বলেন, নগরের অনেক নালা-নর্দমার ওপর স্থায়ী কাঠামো তৈরি হয়েছে। ফলে বর্ষায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এসব নালার ওপর থেকে অবৈধ সব স্থাপনা সরিয়ে নিতে এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হবে। এরপর কেউ না মানলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলে, বাড়ি-দোকানপাট ও প্রতিষ্ঠানের সামনে নর্দমান ওপর একাধিক স্ল্যাব (ঢাকনা) থাকলে তা জোড়া লাগানো যাবে না। কারণ, ওই স্ল্যাব সরিয়ে নর্দমান ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করতে হয়। নর্দমান পরিস্কারের কাজে চট্টগ্রামের দুটি প্রতিষ্ঠান প্রতি সপ্তাহে ৬০ জন দিনমজুরের খরচ বহনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে পুলিশ কমিশনার জানান। আবদুল জলিল মন্ডল বলেন, 'শুক্রবার নগরের মুরাদপুর এলাকায় নর্দমা পরিস্কারের প্রতীকী কাজ শুরু হয়। সেখানে গিয়ে আমরা দেখেছি, পলিথিনের ভেতরে বর্জ্য ভরে নর্দমায় ফেলা হয়েছে। ওই বর্জ্য নর্দমান থেকে আর সরছিল না। এ কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। বর্ষায় নগরের অনেক এলাকায় ডুবে থাকছিল।' এ বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শফিকুল মান্নান বলেন, 'পুলিশ কমিশনার মহোদয় আমাদের সহযোগিতা করছেন। এ ধরনের কাজ নাগরিক সেবা। যে কেউ সেবামূলক কাজে অংশ নিতে পারে।' সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার বনজ কুমার মজুমদার এবং এ কে এম শহিদুর রহমান, বিভিন্ন অঞ্চলের উপকমিশনার সহ জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ২১ সেপ্টেম্বর পুলিশ কমিশনার ঝাড়ু হাতে নগর পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করেন। এরপর বিলবোর্ড উচ্ছেদ অভিযানে সিটি করপোরেশনকে সহযোগিতা দেয় পুলিশ।

প্রথম আলো, ডিসেম্বর ১৪, ২০১৪

খুলনা নগরীর ছিন্নমূল মানুষ

দারিদ্রের কষাঘাত থেকে মুক্তি পাচ্ছেঃ সিটি মেয়র

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেছেন, ইউপিপিআর প্রকল্পের মাধ্যমে নগরীর ছিন্নমূল মানুষ দারিদ্রের কষাঘাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে। তাদের জীবন যাত্রায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষেরা আজ দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাস করতে পারছে। তিনি বলেন, সেই সকল ছিন্নমূল মানুষের সাফল্যগাঁথা জীবন চিত্র

তুলে ধরে 'সিডিসি'র স্বপ্ন' নামে নিউজ লেটারটি প্রকাশিত হয়েছে। তথ্য জানতে পারবে। ফলে দারিদ্র জয়ের নিরন্তর প্রচেষ্টায় অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবে। এর মাধ্যমে সকলদের তথ্য জানতে হয়। সিটি মেয়র নগর ভবনে খুলনা মহানগরীর পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক নিউজ লেটার 'সিডিসি'র স্বপ্ন'র মোড়ক উন্মোচনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। কেসিসি পরিচালিত নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের (ইউপিপিআরপি) আওতকাধীন ১৯নং ওয়ার্ডের কালিগঙ্গা সিডিসি ক্লাস্টার ৩১টি ওয়ার্ড সিডিসি'র কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত এ নিউজ লেটারটি প্রকাশ করে। অনুষ্ঠানে কেসিসি'র কাউন্সিলর মোঃ আশফাকুর রহমান কাকন, কে এম হুমায়ুন কবীর, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল হান্নান বিশ্বাস, নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্পের সদস্য সচিব মুশিউজ্জামান খান, প্রকেল্পর টাউন ম্যানেজার মোঃ মোস্তফা, সাংবাদিক মাকসুদ আলী, মোঃ আব্দুল্লাহ এবং বিভিন্ন সিডিসি ক্লাস্টারের সভানেত্রী সহ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

টয়লেট বন্ধ করে দোকান নির্মাণ

কক্সবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্রে পৌরসভার মালিকানাধীন হকার মার্কেটের টয়লেট ভেঙে সেখানে কয়েকটি দোকান নির্মিত হচ্ছে। এতে সাধারণ ক্রেতা (গ্রাহক) ও মার্কেটের দোকান মালিক-কর্মচারীরা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। হকার মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন বলেন, পৌরসভা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই টয়লেট ভেঙে সেখানে অফিস কাম টয়লেট নির্মিত হচ্ছে। এখানে কোনো দোকান থাকবে না। পৌরসভার মেয়র সরওয়ার কামাল বলেন, এ ব্যাপারে তিনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১৪।

বাংলাদেশের দারিদ্র মানচিত্র প্রকাশ

বেশি গরিব মানুষের বাস ঢাকা বিভাগে

দেশের যত গরিব মানুষ আছে, তার এক-তৃতীয়াংশেরই বাস ঢাকা বিভাগে। আর সবচেয়ে কম দরিদ্র মানুষ থাকে সিলেট বিভাগে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), বিশ্বব্যাংক এবং জাতিসংঘের খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) যৌথভাবে বাংলাদেশের দারিদ্র্য মানচিত্র প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, দেশের দরিদ্র মানুষের ৩২ দশমিক ৩ শতাংশই বাস করে ঢাকা বিভাগে। আর সিলেটে বাস করে মাত্র ৫ দশমিক ৭ শতাংশ দরিদ্র মানুষ। বেশি মানুষ বাস করে বলেই ঢাকা বিভাগে গরিব মানুষের সংখ্যাও বেশি। অন্যদিকে জেলাওয়ারি হিসাবে কুষ্টিয়ায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে কম, ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। আর সবচেয়ে বেশি কুড়িগ্রাম। এই জেলার ৬৩ দশমিক ৭ শতাংশ মানুষই গরিব। থানা আয়-ব্যয় জরিপে উল্লিখিত দারিদ্র্য হারের সঙ্গে দারিদ্র্য মানচিত্রের তথ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। মানচিত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে থানা জরিপ ও আদমশুমারির পরিসংখ্যান সমন্বয় করে। থানা জরিপ অনুযায়ী, ২০১০ সালে দেশের দারিদ্র্য হার ছিল ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ। আর মানচিত্র অনুযায়ী, এ হার ৩০ দশমিক ৭ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক সূত্র বলছে, দারিদ্র্য হারের গরমিলের কারণ হলো, থানা জরিপ করা হয় কিছু নির্ধারিত থানা ধরে। আর আদমশুমারিতে দেশের প্রত্যেক মানুষকে গণনা করা হয়। দারিদ্র্য মানচিত্র প্রণয়নে থানা জরিপ থেকে গরিব মানুষের শুধু মৌলিক চাহিদার উপাত্তগুলো নেওয়া হয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার সঙ্গে থানা জরিপের মৌলিক চাহিদার উপাত্তগুলো সমন্বয় করতে গিয়েই দারিদ্র্য হারে কিছুটা হেরফের হয়েছে। আদমশুমারি অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যাকে দারিদ্র্য হার দিয়ে ভাগ করলে গরিব মানুষের হিসাব পাওয়া যাবে। সে অনুযায়ী দেশের এখন দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ২৮, ২০১৪।

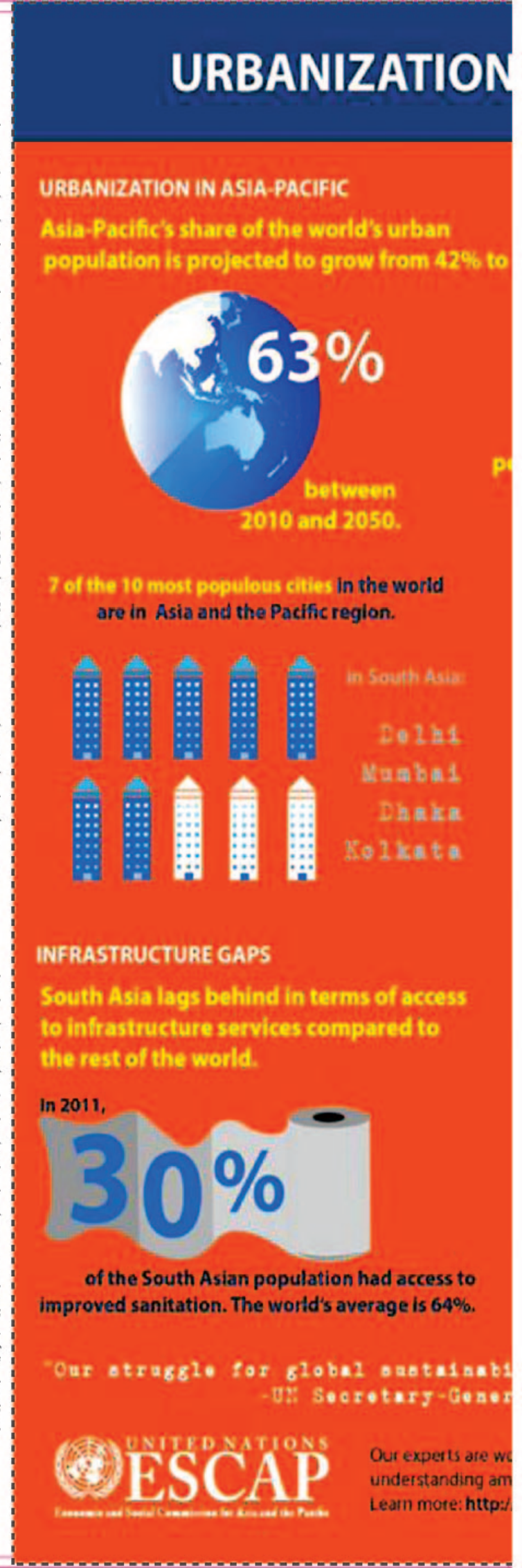

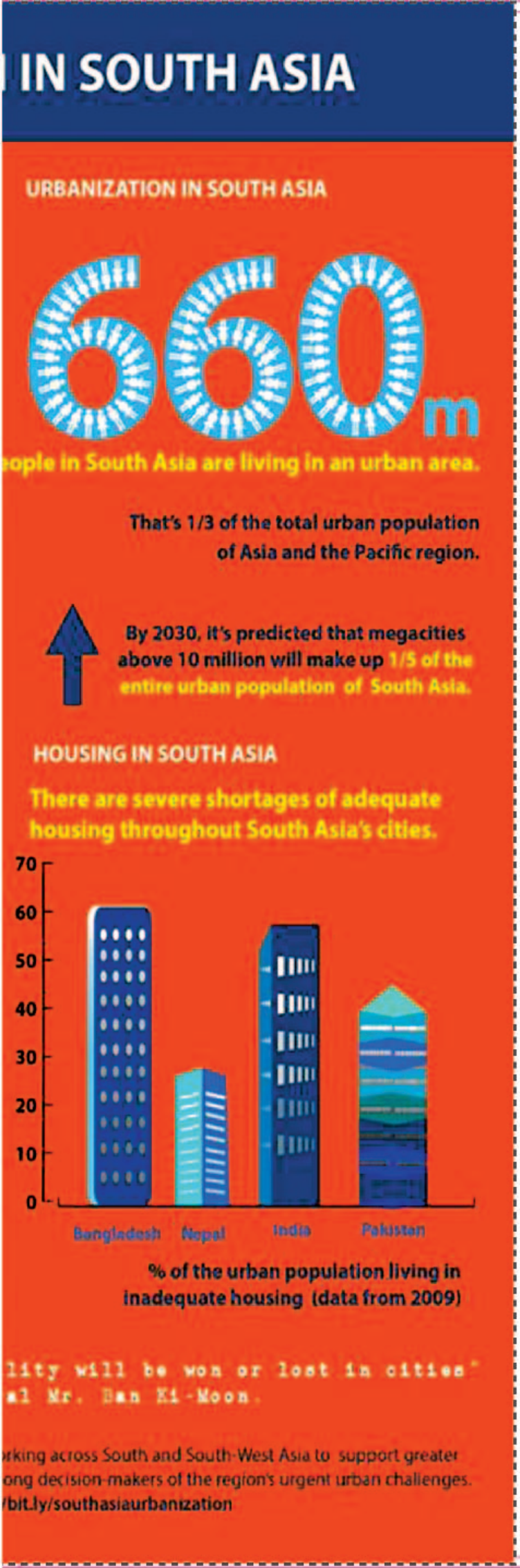

জরিমানা

দোকানের বাইরে অবৈধভাবে অতিরিক্ত জায়গা দখল করে ব্যবসা করায় চট্টগ্রামের আনোয়ার ১২টি দোকানে অভিযান চালিয়ে ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।চাতরী চৌমুহনী বাজারে এ অভিযান চালানো হয়। জানা গেছে, আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সেখ ফরিদ আহমদ গতকাল বিকেলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ০৩, ২০১৪।

কারখানাকে জরিমানা

গাজীপুরের শ্রীপুরে ত্রুটিপূর্ণ বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) চালানোর অপরাধে পরিবেশ অধিদপ্তর গত রোববার একটি কারখানাকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর জানায়, মাওনা বেড়াইদের চালা এলাকায় এস কিউ সেলসিয়াস লিমিটেড নামের একটি কারখানায় দীর্ঘদিন ধরে ত্রুটিপূর্ণ ইটিপি চালানো হচ্ছে। এতে কারখানার বিষাক্ত তরল বর্জ্য আশপাশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জলজ জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন করছে। অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সাবরিন সুলতানা বলেন, সত্যতা পাওয়ায় ওই কারখানাকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ০৯, ২০১৪।

২৫ লাখ টাকা জরিমানা

গাজীপুরে শ্রীপুরে ক্রাউন উলওয়্যার লিমিটেড নামক একটি ডাইং কারখানাকে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পরিবেশ দূষণের দায়ে পরিবেশ অধিদপ্তর ওই জরিমানা করে। পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্র জানা গেছে, পরিবেশ অধিদপ্তর সদর দপ্তরের একটি দল ২৭ আগস্ট পরিদর্শন করে দেখে, ওই কারখানাটি তরল বর্জ্য বাইপাস ড্রেনের মাধ্যমে পাশের নবলং খালে ফেলছে। এতে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জলজ জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন হচ্ছে। এ অপরাধে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এর আগেও একই কারণে কারখানাটিকে ২০১৩ সালে দুই দফায় মোট ৪৭ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট) মো. আলমগীর অধিদপ্তরের শুনানিটি পরিচালনা করেন। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ০৪, ২০১৪।

পলিথিন জব্দ, লাখ টাকা জরিমানা

রাজশাহী পরিবেশ অধিদপ্তর গতকাল বুধবার নগরের সাহেব বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ব্যবহার, বিক্রি ও মজুতের ভিযোগে সাত প্রতিষ্ঠানকে এক রাখ এক হাজার টাকা জরিমানা করেছে। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত ওই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এক হাজার ৩৪৪ কেজি পলিথিন জব্দ করেন। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে দেওয়ন স্টোর, রিয়াজ ট্রেডার্স, মিন্টু স্টোর, আফিয়া ট্রেডার্স, জিয়া স্টোর, মানিক স্টোর এবং ওয়ান টাইম স্টোর। অধিদপ্তরের ভরপ্রাপ্ত উপপরিচালক মিজানুর রহমান জানান, পরিবেশ সংরক্ষণ সংশোধন আইন, ২০১০ অনুযায়ী তাদের নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ব্যবহার, বিক্রি ও মজুতের অভিযোগে জরিমানা করা হয়। পুলিশের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ শামসুল আরেফিন এবং জয়শ্রী রানী। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১১, ২০১৪।

চারটি কারখানাকে ৮০ লাখ টাকা জরিমানা

পরিবেশ দূষণের দায়ে গাজীপুরের টঙ্গীর বিসিক শিল্পনগরে অবস্থিত চারটি কারখানাকে ৮০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ওই জরিমানা করে। পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ওই শিল্পনগরের এম অ্যান্ড এম ওয়াশিং অ্যান্ড ডাইং মিলস, কালার মার্ক ওয়াশিং, ইউনিক টেক্সটাইল মিলস্ এবং লন্ডি গেইট (প্রা.) লিমিটেড নামের চারটি কারখানা অধিদপ্তর থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নেয়নি। কারখানাগুলো তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) নির্মাণ না করেই উৎপাদন শুরু করে। তারা অপরিশোধিত তরল বর্জ্য তুরাগ নদে ফেলে পরিবেশের ক্ষতি করে আসছে। এ কারণে প্রতিটি কারখানাকে ২০ লাখ টাকা করে মোট ৮০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। *ডিসেম্বর ১৫, ২০১৪*

ধূমপানমুক্ত নগর ভবন

সিলেটের নগর ভবন (সিটি করপোরেশনের কার্যালয়) ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বেসরকারি সংস্থা সীমান্তিকের তামাকমুক্ত সিলেট প্রকল্পে সিলেট সিটি করপোরেশনের ধূমপানমুক্ত নীতিমালা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। মেয়র বলেন, 'ধূমপানমুক্ত ঘোষণার প্রথম কয়েক দিন আমরা পর্যবেক্ষণ করব। পরে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' গতকাল থেকে নগর ভবনের আশপাশে বিড়ি-সিগারেট বিক্রি বন্ধ করা হয়েছে। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এনামুল হাবীবের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন যুগ্ম সচিব শরীফুল মাসুম বিল্লাহ চৌধুরী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ০২, ২০১৪।

ঝিনাইদহ পৌরসভা : মুঠোফোনে পৌর কর, পানির বিল পরিশোধ

মাত্র দুই টাকা ব্যয়ে মুঠোফোনের মাধ্যমে ঘরে বসেই পানির বিল ও পৌর কর দিতে পারবেন ঝিনাইদহ পৌরসভার গ্রাহকেরা। বকেয়া হলেই মুঠোফোনে খুদে বার্তার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে তাঁদের। এই পদ্ধতি চালু করেছে ঝিনাইদহ পৌর কর্তৃপক্ষ। দেশের ৩২১টি পৌরসভার মধ্যে ঝিনাইদহে প্রথম এ পদ্ধতি চালু হলো। ঝিনাইদহ পৌরসভা ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের পক্ষ থেকে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তাদের আহম্মেদ চৌধুরী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই পদ্ধতিকে ব্যাংক 'ফার্স্টপে শিওরক্যাশ' নামে চালু করেছে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্রথম পর্যায়ে ৬৬ হাজার গ্রাহক পানির বিল পরিশোধ করবেন মুঠোফোনের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট একটি অ্যাকাউন্টে জমা হবে টাকা। পরে বাড়িতে বসেই বিল পরিশোধ করা যাবে। পাশাপাশি ৩০ হাজার গ্রাহক পৌর কর দিতে পারবেন। শহরের ডা. কে আহম্মদ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শফিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার আলতাফ হোসেন, ব্যাংকের হেড অব মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ডিভিশনের আজম খান।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

টেকসই উন্নয়ন এবং ২০১৫ পরবর্তী কর্মকাঠামো ঃ কুষ্টিয়া থেকে নিউইয়র্ক

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) বিষয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা এবং এর সাথে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এস ডিজি) এর বৈশিষ্টগত পার্থক্য বিষয়ে আলোকপাতের উদ্দেশ্যে একশন এইড বাংলাদেশ ও তার লোকাল রাইটস প্রোগ্রাম - ৩৮, মুক্তি নারী গত ২৩ সেপ্টেম্বর" টেকসই উন্নয়ন এবং ২০১৫ পরবর্তী কর্মকাঠামোঃ কুষ্টিয়া থেকে নিউইয়র্ক" শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করে। স্থানীয় সরকার, কয়েকটি এন জি ও, পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়া এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। একশন এইড বাংলাদেশের ডিরেক্টর শাহনাজ আরেফিন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে এবং মুক্তি নারীর নির্বাহী পরিচালক কর্মশালাটি আয়োজন ও অভ্যর্থনায় সহায়তা করে। জাতিসংঘের ৬৯তম সাধারণ পরিষদের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু গুলোর একটি হচ্ছে এস ডিজি এবং ২০১৫ পরবর্তী কর্মকাঠামো। বর্তমানে অন্তর্জাতিক থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই জন্যেই কর্মশালাটির নাম রাখা হয়েছে কুষ্টিয়া থেকে নিউইয়র্ক। উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়ন সমস্যা গুলোকে খুঁজে বের করা, এমডিজি'র সাথে তাদের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে দেখা এবং এস ডিজি এবং ২০১৫ পরবর্তী কর্মকাঠামো স্থির করা। এই কর্মশালায় আলোচনার মাধ্যমে এস ডিজি সংক্রান্ত ১৭টি লক্ষ্য প্রস্তাব করা হয়েছে। মূল আলোচ্য বিষয় গুলো ছিলো: দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, খাবারপানি, স্যানিটেশন, শিক্ষা ও অর্থায়ন।

জলবায়ু পরিবর্তনে অসময়ে বন্যা, কুয়াশা ও খরা

পাহাড় ও হাওর অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ায় জলবায়ুর পরিবর্তনে সিলেট অঞ্চলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বেশি। অসময়ে কুয়াশা, বন্যা ও খরা দেখা দেওয়ায় ফসল উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হওয়ার কথা সেখানে বেশি হচ্ছে, যেখানে বেশি হওয়ার কথা সেখানে কম হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনে ঋতুচক্রের স্বাভাবিক নিয়ম ব্যাহত হচ্ছে। নগরে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক এক কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেছেন। বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজের (বিসিএ) উদ্যোগে 'সমাজের জন্য জলবায়ু বিষয়ক জ্ঞান হস্তান্তর' শীর্ষক এ কর্মশালা হয়। বক্তব্য দেন বারগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক স্কট ব্রেমার, জলবায়ু গবেষক ম্যাথু আলেকজেন্ডার রিভ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, বিসিএসের কর্মকর্তা আবু সাঈদ, সানবিম রহমান ও নাবির মামুন। কর্মশালায় সিলেটের সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্কুলের শিক্ষক, আইনজীবী, উন্নয়ন সংগঠক, সাংবাদিকসহ নানা শ্রেণি পেশার মানুষ অংশ নেন। জলবায়ুর পরিবর্তনে ভুক্তভোগী অঞ্চলের, বিশেষত সুনামগঞ্জ জেলার একাধিক শ্রেণি পেশার মানুষ কর্মশালায় অংশ নিয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে কথা বলেন। ভুক্তভোগীরা বক্তব্যে অংশ নিয়ে জানান, ঋতুর নির্দিষ্ট নিয়মে এখন সিলেটের পরিবেশ প্রতিবেশের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হচ্ছে না। এতে করে এ এলাকার কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে। সময়মতো ফসল উৎপাদন করতে পারছেন না। চাষিরা উৎপাদিত ফসল যথাসময়ে ঘরে তুলতেও পারছেন না। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৪।

সেরা জেলা নড়াইল

জেলা তথ্য বাতায়ন বিনির্মাণ ও সমৃদ্ধকরণে অসামান্য অবদান রাখায় দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে চলতি বছর শ্রেষ্ঠ জেলার স্বীকৃতি পেয়েছে নড়াইল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টুউ ইনফরমেশন প্রকল্পের আওতায় নড়াইল জেলা এই স্বীকৃতি পেল। এ তথ্য প্রকাশ করেন জেলা প্রশাসক আব্দুল গাফ্ফার। এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আনন্দ কুমার বিশ্বাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আনোয়ার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বাসস। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১২, ২০১৪।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ

ড্যাপ অগ্রাহ্য করে আবাসিক প্রকল্পের অনুমতি দিচ্ছে সরকার

আইন ভঙ্গ করে সরকার নিজেই বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) সংরক্ষিত এলাকায় জলাভূমি, বন্যাপ্রবাহ অঞ্চল ভরাট করে আবাসিক প্রকল্প অনুমোদনের সুপারিশ করছে বলে অভিযোগ করেছেন নগর পরিকল্পনাবিদ ও পরিবেশ আইনজীবীরা। তাঁরা সরকারের এ ধরনের উদ্যেগ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। রাজধানীর প্ল্যানার্স টাওয়ার মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স, ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) ও সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ যৌথভাবে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে ড্যাপ বাস্তবায়ন ও ড্যাপকে ঢাকার উন্নয়নের ভিত্তি দলিল হিসেবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে সব ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার সুপারিশ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন স্থপতি ইনস্টিটিউটের সাবেক সভাপতি মোবাশ্বের হোসেন, ইকবাল হাবিব, খন্দকার এম আনসার হোসেন, সাঈদ আহমেদ, গোলাম রহমান, সালমা এ শফি ও সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। লিখিত বক্তব্য উপস্তাপন করেন আক্তার মাহমুদ। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, জনস্বার্থ উপেক্ষা করে গোষ্ঠী স্বার্থ রক্ষার জন্য ড্যাপ অগ্রাহ্য করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের সুপারিশ করা হচ্ছে। এসব প্রকল্প বাতিল করা না হলে ঢাকা মহানগরের পরিবেশ বিপর্যয় ঘটবে ও বসবাসের উপযোগিতা হারাবে। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা আরও বরেন, ২০১০ সালে প্রণীত ড্যাপের আইনগত ভিত্তি ও বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই আইনের ব্যত্যয় করা যায় না। অথচ সম্প্রতি ড্যাপ সংশোধনের নামে সংরক্ষিত বন্যাপ্রবাহ এলাকায় কিছু আবাসন প্রকল্পকে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়েছে। গত মে মাসে গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় 'জলসিড়ি আবাসন', টঙ্গীর তুরাগ নদের পাশে 'প্রত্যাশা হাউজিং' এবং কুড়িল-পূর্বাচল ৩০০ ফুট রাস্তায়র দুই পাশে 'পুলিশ হাউজিং'-এর নীতিগত অনুমোদনের সুপারিশ করেছে। আর কিছুদিন আগে ড্যাপ কমিটির কাছে আরও ১৯টি আবাসন প্রকল্পের সুপারিশ আসে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ৪ জুন পর্যালোচনা কমিটির সভায় ড্যাপ প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহারের শ্রেণি পরিবর্তন করার সুপারিশ করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে আলোচকেরা বলেন, সরকার যে প্রক্রিয়ায় এসব প্রকল্পের অনুমোদন দিচ্ছে বা সুপারিশ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ আইনবহির্ভূত ও জনস্বার্থবিরোধী।সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১১, ২০১৪।

দামুড়হুদায় পরিবেশ ও ওয়াটসান মেলা

১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ বুধবার, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চত্তরে এনজিও ফোরামের স্থানীয় সহযোগী সংস্থা, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ১৭ থেকে ২০ ডিসেম্বর ৪ দিনব্যাপি পরিবেশ ও ওয়াটসান মেলার আয়োজন করা হয়। মেলার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ফরিদুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনস্বাস্থ্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ফরিদুর রহমান, প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী শাহ্ মিন্টু, দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আবুল হাসেম, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি দীন মোহাম্মদ, রিসো'র নির্বাহী পরিচালক জাহিদুল ইসলাম, এনজিও ফোরামের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ইনচার্জ মনিরুল ইসলাম, স্থানীয় এনজিও আত্মবিশ্বাসের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাহেদ হাসান হালিম ও ব্র্যাক ওয়াশের ম্যানেজার আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় ওয়াটসান বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। শেষে দামুড়হুদা উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার স্টল প্রদর্শন করা হয়। মেলায় স্টল সমূহে পানি, স্যানিটেশন, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রযুক্তি প্রদর্শন, তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া রয়েছে প্রামাণ্য চিত্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক ইত্যাদির আয়োজন।

করণীয় নিয়ে গবেষণাভিত্তিক সম্মেলন শুরু

বসবাসের উপযোগিতা হারাচ্ছে ঢাকা

নগর পরিকল্পনাবিদেরা বলেছেন, ঢাকা মহানগরের এখন বিকলাঙ্গ অবস্থা। এভাবেই মহানগরটি বেড়ে উঠেছে। এর অস্তিত্ব ঝুঁকির মুখে পড়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ঢাকার মৃত নগরে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা বিশ্বের অনেক নগর মরে যাওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আগামী প্রজন্মের জন্য ঢাকাকে রক্ষা করতে হলে কালবিলম্ব না করে সুষ্ঠু নগর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে। আগামী প্রজন্মের ঢাকা আমাদের করণীয় শীর্ষক গবেষণাভিত্তিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট নগর পরিকল্পনাবিদেরা এ মন্তব্য করেছেন। ডেইলি স্টার সেন্টারে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) ও সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন (সিডিসি) যৌথভাবে এ আয়োজন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআইপির সভাপতি পরিকল্পনাবিদ গোলাম রহমান। আলোচনা করেন নগরবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন, অধ্যাপক সারোয়ার জাহান, ড. শামসুল আলম, জার্মান দূতাবাসের প্রতিনিধি সুজিত চৌধুরী ও ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম। স্বাগত বক্তৃতা করেন আখতার মাহমুদ। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন সিডিসির নিবাহী পরিচালক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর। আলোচকেরা বলেন, বর্তমানে বিশ্বের ১৪৩টি মহানগরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান ১৪২তম স্থানে। একটি নগরের জন্ম আছে, বৃদ্ধি আছে, মৃত্যুও আছে। ভবিষ্যতে ঢাকায় কোনো ভূগর্ভস্থ পানি থাকবে না। এই নগরের চারপাশে মিষ্টি পানির নদী প্রবাহিত। অথচ সেই পানি ব্যবহারের অযোগ্য। উপরোক্ত নদ-নদী, জলাধার ভরাট করে ফেলা হচ্ছে। গণপরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। নাগরিকদের নিরাপত্তার অভাব প্রচণ্ড। এসব চলতে থাকলে ঢাকা বসবাসের উপযোগিতা হারাবে। অত্যন্ত দুঃখজনক যে, বর্তমান প্রজন্মের জন্য আমরা কিছু করতে পারছি না। অন্তত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এ শহরটিকে বসবাসযোগ্য করতে হলে দলমতের উর্ধ্বে থেকে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে। মহানগরের একক নিয়ন্ত্রন কারও হাতে না থাকার বিষয়টি আলোচনায় প্রধান সমস্যা হিসেবে উঠে আসে। সিটি করপোরেশন, ওয়াসা, রাজধানীর উন্নয়ন করপোরেশনসহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ নগরের উন্নয়নের জন্য যে কাজগুলো করে, তার কোনো সমন্বয় থাকে না। ফলে নগরের উন্নয়নে একটি বিশদ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা। এ জন্য একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ থাকা প্রয়োজন। আয়োজকেরা জানান, এ সম্মেলনে নগর উন্নয়নের ১০টি বিষয় নিয়ে ১০টি গবেষক দল ছয় সপ্তাহ কাজ করে পৃথক সুপারিশ তৈরি করবে। বিষয়গুলো হলো নগরায়ণ ও নগর পরিকল্পনা, জনসংখ্যা ও বাসস্থান, পরিবহন ও যোগাযোগ, নাগরিক সুবিধাসমূহ, সুশাসন, গণপরিসর ও উন্মুক্ত স্থান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নগরের সক্ষমতা, অর্থনীতি ও বিনিয়োগ, নগর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। পরে এ ১০টি বিষয়ে গবেষকদের করা সুপারিশের ওপর হবে মুক্ত আলোচনা। সেখান থেকে পরামর্শ নিয়ে সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে ১০টি বিষয়ের সুপারিশ চূড়ান্ত করে বই আকারে প্রকাশ করা হবে। এই বইটি পরে প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবার কাছে হস্তান্তর এবং নগর উন্নয়নের জন্য এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা চালানো হবে। এমনকি পর্যায়ক্রমে ঢাকাসহ দেশের সব নগরের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য নাগরিক আন্দোলনের গড়ে তোলা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানান। সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে ছিল ১০টি বিষয় নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১৪।

সিলেটে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র' স্থাপনের উদ্যোগ

ভূমিকম্পের ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা হওয়ায় সিলেট নগরে একটি 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র' স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সিটি করপোরেশন। নগরের মধ্যবর্তী একটি এলাকা চিহ্নিত করে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, প্রস্তাব অনুমোদিত হলে এটি হবে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সিলেট নগরে স্থাপিত প্রথম কোনো প্রতিষ্ঠান। গতকাল শুক্রবার দুপুরে 'সমন্বিত নাগরিক সেবা ও নগর নিরাপত্তা গণমাধ্যমের দায়িত্ব বিষয়ক এক কর্মশালায় মেয়র প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ তথ্য জানান। নগরের একটি রেস্তোরাঁর সম্মেলনকক্ষে কর্মশালার আয়োজক 'মাধ্রম লিমিটেড' ও দাতা সংস্থা অক্সফাম বাংলাদেশ।

এতে ৩০ জন সাংবাদিক অংশ নেন। দুপুরে কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মেয়র নাগরিকদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রস্তাবিত দুযোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি জানান। মেয়র বলেন, ভূমিকম্পের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শহর সিলেট। তাই নগরবাসীকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় সিটি করপোরেশন এ বিষয়ে সচেতন করছে। ইতিমধ্যে ২৭টি ওয়ার্ডে ভূমিকম্প মোকাবিলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন দিয়ে ফায়ার সার্ভিসের যন্ত্রপাতি ও নগরে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র নিম্মাণ করা হবে। এ জন্য বন্দরবাজার ও রংমহল টাওয়ারের পাশে স্থানান্তর হওয়া কারাগারের জায়গা প্রথমিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ০৬, ২০১৪।

পরিকল্পনা প্রণয়নে দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ

টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনাকে কীভাবে টেকসই করা যায়, সে বিষয়ে কারিগরি দক্ষতা বাড়ানো হবে। দক্ষতা বাড়ানোর মূল বিষয় থাকবে দারিদ্র নিরসন, মানব উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি। এ জন্য টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা (এসএসআইপি) নামের একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মদক্ষতা বাড়ানো হবে। এ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী স্থানীয় সরকার, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কেও শক্তিশালী করা হবে। পুরো প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে ৪৭ লাখ ডলার বা প্রায় ৩৭০ কোটি টাকা প্রয়োজন। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) দেবে ২২ লাখ ডলার। বাকি ৫০ হাজার ডলার দেবে ইউএনডিএসইএ ও ইউএনপিইআই। ২৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার অর্থের সংস্থান এখনো হয়নি। প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৩ সালের জুন মাস থেকে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। এ প্রকল্পটির ওপর দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে ডিইডি। পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলনকক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, 'মানুষের কল্যাণই চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত। এমডিজির আটটি লক্ষ্যের মধ্যে ইতিমধ্যে পাঁচটি লক্ষ্য অর্জন করেছি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আরও দুটি লক্ষ্য অর্জিত হবে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যারেঞ্জ সংক্রান্ত লক্ষ্যটি কোনো দেশই অর্জন করতে পারবে না। *সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১৫*

শিল্প, বাণিজ্যিক ও আবাসিক এলাকা হচ্ছে তেজগাঁও

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকাকে একই সঙ্গে শিল্প, বাণিজ্যিক ও আবাসিক এলাকায় রূপান্তরের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। তবে এ এলাকায় ভারী শিল্প বা শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকের পর মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা সাংবাদিকদের বরেন, আগে একটি মহাপরিকল্পনা নেওয়া হবে। গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি এই মহাপরিকল্পনা পর্যালোচনা করে তা অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করবে। গণপূর্তমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন বলেন, আগামী এক মাসের মধ্যে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে কর্মপরিকল্পনা জমা দেবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব আরও জানান, নবম সংসদের এই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের প্রধান সড়কসহ অন্য সড়কের পাশের প্লটগুলোকে শিল্পের পাশাপাশি বাণিজ্যিক প্লটে রূপান্তরের সুপারিশ করে। ওই সুপারিশসহ স্থানীয় সাংসদ ও তেজগাঁও শিল্প মালিক কল্যাণ সমিতির আবেদন পর্যালোচনা করতে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে সাত সদস্যের কমিটি করা হয়। কমিটির সুপারিশসহ আরও একটি কমিটির মতামত নিয়ে ১৩ শর্তে এই শিল্পাঞ্চলকে শিল্পের পাশাপাশি বাণিজ্যিক এলাকা ঘোষণার জন্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত চায় পূর্ত মন্ত্রণালয়। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে ভারী ও শ্রমঘন শিল্পকারখানা থাকবে না। সচিব জানান, রূপান্তরিত এলাকায় কতটুকু আবাসিক এলাকা হবে, সেটা মহাপরিকল্পনা থাকবে। ঢাকার জলাশয় রক্ষায় তৈরি বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়টিও দেখা হবে। পঞ্চাশের দশকে জমি অধিগ্রহণ করে ৫০০ একর ২০ শতাংশ জায়গার ওপর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হয়। সেখানে বর্তমানে ৪৩০টি প্লট থাকলেও ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান নেই। পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রেক্ষাপটে ১৯৯৮ সালে তেজগাঁও-গুলশান সংযোগ সড়ককে 'বাণিজ্যিক সড়ক ঘোষণা করে সরকার। সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ০৯, ২০১৪।

ছবির সংবাদ

কমিউনিটির শক্তি বৃদ্ধি হয় মহিলাদের ক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে। পিডাপ ঢাকার মিরপুরে ভোলা বস্তিতে দুর্যোগ প্রশমন বিষয়ের উপর একটি পাইলট প্রকল্প করার উদ্যোগ নেয়। এই বস্তিতে ৫০০টির মত পরিবার বসবাস করে। এই প্রকল্পের টার্গেট ছিল ১০০টি পরিবার।

ঢাকা শহরের পাবলিক টয়লেট সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ওয়াটারএইড, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় জেষ্ঠ্য সচিব মহোদয় জনাব মনজুর হোসেন

ইউএসএআইডি'র সহায়তায় দেশব্যাপী মাতৃ মৃত্যুর হার কমাতে প্রকল্প বাস্তবায়নে একসঙ্গে কাজ করতে গত ২২ শে ডিসেম্বর, ২০১৪ ম্যাব কার্যালয়ে একটি এ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ম্যাবের মহাসচিব জনাব অধ্যাপক শামিম আল রাজি, কালিয়াকৈর পৌরসভার মেয়র জনাব মোহাম্মদ মজিবর রহমানসহ বিভিন্ন পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও এনজেন্ডার হেলথ বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা।

গত ২৩-২৭ নভেম্বর, গাজীপুর সিটিকর্পোরেশন (জিসিসি) এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে জিসিসি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং বিভিন্ন পৌরসভার মাননীয় মেয়র এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাদের অংশ গ্রহনেনাগরিক সেবা অধিকতর সহজে প্রদান করার লক্ষ্যে এক কর্মশালার আয়োজন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জিসিসি'র মাননীয় মেয়র এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস পলিন ট্যামেসিস উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন শহরের মেয়র এবং পদস্থ কর্মকর্তাগণ চীনের বেইজিং-এ ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার পরিদর্শন করেন। এরই ধারাবাহিকতায়, ৫ দিন ব্যাপী কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে গাজীপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক সাহেবের উপস্থিতিতে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' এর একটি প্রটোটাইপ উপস্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এর ফেসবুক পেইজে Like দিন এবং নগরায়ণ সম্পর্কিত আপনার মূল্যবান মতামত প্রদান করুন
www.facebook.com/BangladeshUrbanForum

ফেসবুক কর্নার

গত ১৭-১৯ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানারস এর উদ্যোগে ইউএন-হ্যাবিট্যাট এর সহায়তায় 'নগর নেতৃত্বের জন্য নগর পরিকল্পনা' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় । প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন শহরের মেয়র, নগর পরিকল্পনাবিদ এবং নগর পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহন করেন ।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় এর পূর্ণাঙ্গ কার্যালয় আইডিবি ভবন হতে আগারগাঁওস্থ এলজিইডি ঢাকা জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় (৬২ পশ্চিম আগাঁরগাও, ঢাকা-১২০৭) ভবনের ১০ তলায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর গত ৮ সেপ্টেম্বর, আরবান ফোরামে কোর গ্রুপের সভা এবং ২৩, ২৫, ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর, ০১-০২ অক্টোবর ৮টি থিমেটিক ক্লাষ্টারের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় ক্লাষ্টার সদস্যগণ ফোরাম সচিবালয় ঘুরে দেখেন। আরো ছবি দেখতে ভিজিট করুন facebook.com/ BangladeshUrbanForum

সবার জন্য কার্যকর নগর ও শহর
Making Cities & Towns Work for All

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়
১০ম তলা, এলজিইডি, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
ঢাকা অঞ্চল, ৬২ পশ্চিম, আগাঁরগাও, ঢাকা-১২০৭
থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত

www.bufbd.org
facebook.com/ BangladeshUrbanForum
E-mail : bufsecretariat@bufbd.org
নিউজলেটারে প্রকাশের জন্য আপনার লেখা/মতামত পাঠান

UNDP
Empowered lives. Resilient nations.
ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর সহায়তায় মুদ্রিত